ময়দান আপনাকে ডাকছে!

মুজাহিদ কমান্ডার তালহা আব্দুর রহমান হাফিযাহুল্লাহ
মুখপাত্র, আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ

ময়দান

আপনাকে ডাকছে!

মুজাহিদ কমান্ডার তালহা আব্দুর রহমান হাফিযাহুল্লাহ

মুখপাত্র, আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আলহামদু লিল্লাহি ওয়াহদাহ। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দাহ।

আম্মা বা'দ

আল্লাহ কুরআনে বলেন:

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الم ۝ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝

অর্থ: আলিফ-লাম-মীম। (১) মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? (২) আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে। (৩) [সুরা আনকাবুত ২৯:১-৩]

কাশ্মীর উপত্যকায় অবস্থানকারী ঈমানদারগণ, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মুসলমান ভাই ও বোনেরা এবং দ্বীনের জন্য কুরবানীকারী, রণাঙ্গনে উপস্থিত মুজাহিদ ভাইয়েরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আল্লাহ তা'য়ালার দয়া যে, তিনি আরও একবার আমাকে আপনাদের সামনে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

এখন আমরা যে সময় অতিক্রম করছি, তা আমাদের সামনে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে। সকল মুসলমানের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বাতিল কখনও হকের বন্ধু হতে পারে না। বাতিল যে চাদরই পরিধান

করুক, যে রঙই ধারণ করুক, যত মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলুক বা নামের ক্ষেত্রে যত পরিবর্তন করুক - যতদিন পর্যন্ত এই জাতি ইসলামের উপর থাকবে ততদিন পর্যন্ত হক ও বাতিলের মাঝে কোন ধরণের সমঝোতা সম্ভব নয়। বিগত ২০২০ সালে হিন্দু মুশরিকরা নিজেদের চরিত্র সবার সামনে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে।

বর্তমানে হিন্দুস্তানের সকল এলাকার মুসলমানদের উপর জুলুম নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো হচ্ছে। যে সমস্ত মুসলমান শত শত বছর যাবত হিন্দু মুসলমানের মাঝে সমঝোতার প্রবক্তা ছিলো, তারাও আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। কাশ্মীরের নির্বাচনের জন্য জীবন উৎসর্গকারী, নিজেদের ঈমান আমল বরবাদকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল - এখনও যদি একথা বলে যে, নির্বাচনের মাধ্যমে এখনও আমাদের হিন্দুদের অধীনে থাকতে হবে - তাহলে এর চেয়ে বড় ধোঁকা আর কিছু হতে পারে না।

বাস্তবতা তো এই যে, প্রত্যেক হিন্দু মুশরিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে। হিন্দু মুশরিকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, তাদের এই যুদ্ধ করতেই হবে। যাদের অন্তরে কালেমা আছে তাদের প্রত্যেকেই তাদের টার্গেট। তাদের টার্গেটে আরও আছে - মসজিদ। হোক তা বাবরী মসজিদ অথবা অন্য কোন মসজিদ। হিন্দু মুশরিকরা নিজেদের সিদ্ধান্ত ও নিজেদের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। আমাদেরও প্রস্তুতি নিতে হবে। হিন্দু মুশরিকরা মুসলমানদের বড়-ছোট, পুরুষ-মহিলাদের মাঝে কোন পার্থক্য করে না। আমাদের এই দাবির পক্ষে অনেক উদাহরণ দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, শ্রীনগর, পুলওমা, শোপিয়ান ও কুলগামের ঘটনাগুলো থেকে পাওয়া যাবে।

হিন্দু মুশরিকদের সাথে সমঝোতার চিন্তায় মুসলমানরা অনেক সময় নষ্ট করেছে। কাশ্মীরীরাও এই ব্যাপারে অনেক সময় নষ্ট করেছে। এখন সময় সিদ্ধান্ত নেয়ার! এখনই সময় প্রস্তুতির!!

হিন্দুরা প্রত্যেক মসজিদ, প্রত্যেক ঘর, প্রত্যেক গলি ও প্রত্যেক বসবাসের জায়গাগুলো অবরোধ করে রেখেছে। এখন যদি আমরা এদের মোকাবেলায় পূর্ণ প্রস্তুতি না নিই, তাহলে আমাদের সামনে শুধু অপমান আর লাঞ্ছনাই আছে।

কাশ্মীরের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন নওজোয়ানদের উচিৎ এই জিহাদের মহান দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে নেওয়া। হকের কালেমার নিচে এক হয়ে যাওয়া। স্বাধীন জিহাদকে সাহায্য করা এবং স্বাধীন জিহাদের ঝান্ডার নিচে একত্র হওয়াই - হিন্দু মুশরিকদের ষড়যন্ত্রকে রুখার এবং তাদের সৈন্যদেরকে মোকাবেলার একমাত্র পথ। বাকি সকল পদ্ধতি ও পথ হল - অপমান ও লাঞ্ছনার। সেই রাস্তা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ হোক অথবা রাজনৈতিক পদ্ধতি, অথবা কোন গোয়েন্দা সংস্থার অধীনে সামরিক পদ্ধতি – যে পদ্ধতিই হোক না কেন তাতে শুধু অপমান আর লাঞ্ছনাই পাওয়া যাবে।

কোন মুজাহিদ কি আল্লাহর গোলামী ছেড়ে কোন গোয়েন্দা বাহিনীর গোলাম হতে পারে? এর চেয়ে বড় অপমান আর হতে পারে না যে, কোন মুজাহিদ একটা দেশের স্বার্থে এই মহান জিহাদের সিদ্ধান্ত নিবে।

মুজাহিদরা এই জিহাদে তখনই সফল হবে, যখন তারা জিহাদের শর্ত অনুযায়ী এই জিহাদ পরিচালনা করবে এবং সবধরনের বাতিল স্বার্থ থেকে এই জিহাদকে হেফাযত করবে। নতুবা এই উদাহরণ আমাদের সবার সামনে আছে যে, কিছুদিন আগ পর্যন্ত, কাশ্মীর জিহাদের চূড়ান্ত উন্নতির পর, কীভাবে তা হঠাৎ করে রাতারাতি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

আমরা তখনই এই কাজে সফল হব, যখন আমরা আমাদের সব কাজ শরীয়ত অনুযায়ী করব। প্রত্যেকেই এই চিন্তা করব যে, গোয়েন্দা সংস্থার অধীনে কাজ করার দ্বারা, আমাদের জিহাদের কি উন্নতি হয়েছে না অবনতি হয়েছে? যতদিন পর্যন্ত প্রত্যেক মুজাহিদ, প্রত্যেক জিম্মাদার এই কথা চিন্তা করবে না, এর সঠিক উত্তর তালাশ করবে না, ততদিন পর্যন্ত আমাদের ক্ষতি হতেই থাকবে।

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা,

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিজয় ও সাহায্যের ওয়াদা করেছেন। আবার পাশাপাশি এর শর্তও দিয়েছেন। এই শর্তগুলো বুঝতে হবে এবং নিজেদের চলার পথে এগুলোকে বাস্তবায়ন করতে হবে। যেই আয়াতটি আমি বয়ানের শুরুতে তেলাওয়াত করেছি, তা রয়েছে সূরা আনকাবুতে।

الم ﴿١﴾

অর্থ: আলিফ-লাম-মীম। [সুরা আনকাবুত ২৯:১]

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

অর্থ: মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? [সুরা আনকাবুত ২৯:২]

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

অর্থ: আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে। [সুরা আনকাবুত ২৯:৩]

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা!

আমাদের উপর যদি এই পরীক্ষা এসেই থাকে যে, একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করতে হবে, তাহলে আর দেরি কিসের? নিজেদের জিহাদকে অন্যের অধীনে রাখার কী প্রয়োজন? নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য শরীয়ত অথবা শাহাদাত ব্যতীত অন্য কিছু হওয়ার কী প্রয়োজন? আল্লাহ তাআলা বলেন -

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

অর্থ: যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ মাকড়সা। সে নিজের জন্য ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত। [সুরা আনকাবুত ২৯:৪১]

প্রিয় ভাই!

আল্লাহ তা'য়ালা হেকমতওয়ালা। তিনি আমাদেরকে জানেন। যদি আমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডাকি, অন্য কারও উপর ভরসা রাখি – তাহলে কী হবে তার জীবন্ত উদাহরণ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। দেখুন কীভাবে একদল গরিব মানুষ (তালিবানরা), যুগের ফেরাউন, নমরুদ ও সুপার পাওয়ারকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে।

মানব ইতিহাস সাক্ষী, যারা আল্লাহর উপর ভরসা করেছে, তাদেরকেই আল্লাহ সাহায্য করেছেন। চাই তা রোম-পারস্যের প্রাসাদ বিজয় বা আফগানিস্তানে আমেরিকার নাস্তানাবুদ হওয়ার ক্ষেত্রে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। বিবেক-বুদ্ধি যা-ই বলুক না কেন - আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আল্লাহর ওয়াদা যেমন বদর, ইয়ারমুক ও কাদেসিয়ার জন্য সত্য তেমনি হিত্তিন, খোরাসান ও কাশ্মীরের জন্যও সত্য।

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা!

আমাদের সফলতা এতেই যে, আমরা আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরব এবং এক মজবুত প্রাচীর হয়ে যাব। এমন দেয়াল যে, যদি কাফের হিন্দুরা একদলের দিকে তীর নিক্ষেপ করে, তাহলে অপরদল তাদের জন্য ঢাল হয়ে যাব।

আমার প্রিয় কাশ্মীরের মুসলমান ভাইয়েরা!

কাশ্মীরের জিহাদে আমাদের সম্পৃক্ততা এখন খুব প্রয়োজন। আপনাদের যোগ্যতা, আপনাদের সম্পদ ও আপনাদের দু'আর উপর জিহাদের হক আছে। আজ যদি আপনারা আরও দেরি করেন, তাহলে কাফেররা আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে যাবে। তারপর আমাদের ঘরের মধ্যেও আমাদের ছেলে মেয়েরা নিরাপদ থাকবে না।

তাই আপনারা এই মহান জিহাদের দিকে দৌড়ে আসুন। নিজেদের যোগ্যতা দিয়ে এই জিহাদকে সাহায্য করে নিজেদের ও আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যান।

কাশ্মীরের যুবক ভাইদের বলব - আপনারা মুজাহিদ শহিদদের পাহারাদার হয়ে যান। তাদের লাশগুলোকে দাফন করার জোর চেষ্টা করুন। শহিদদের শরীর হেফাজত করা আপনাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করুন। নিজেদের যোগ্যতা কাজে লাগান। ততক্ষণ পর্যন্ত ময়দান ছাড়বেন না যতক্ষণ তাদের শরীরগুলোকে হেফাজতের সাথে তাদের কবরস্থানে না পৌঁছান। এটা আপনাদের দায়িত্ব। এ কারণে যদি আপনাদের জখমও হতে হয় তাহলে এর বিনিময়ে আপনারা আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবেন।

সর্বশেষে আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি এই জিহাদকে হেফাযত করুন। মুজাহিদদেরকে নিরাপদ রাখুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীন ও ইসলামের বিজয়ের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন।

আল্লাহ সমস্ত শহীদের শাহাদাতকে কবুল করুন। তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আল্লাহ আমাদেরকে হিন্দু মুশরিকদের বিরুদ্ধে এই জিহাদে সাহায্য করুন যেমনিভাবে বদর ও খন্দকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন।

ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

****